ভক্তি-অর্ঘ্য

সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের শত বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইল। একশত বৎসর পূর্ব্বে কাঁটালপাড়ার নিভৃত পল্লীবক্ষে যে শিশুর আবির্ভাব হয় তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বাঙলা সাহিত্য যে বর্ত্তমান ভারতে তথা বিশ্ব-জগতে এতবড় একটা স্থান জুড়িয়া বসিবে কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল? পরাধীনতার দুর্ব্বহ শৃঙ্খলভারে যে জাতি আপন গৌরব ও মর্য্যাদা হারাইতে বসিয়াছিল তাহার বিশুষ্কপ্রায় হৃদয়-মরুতে স্বাধীনতার প্রেরণা কে আনিয়া দিল? সে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, সুসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। আমরা তাঁহাকে কোটি নমস্কার করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ঠিকমত বুঝিতে হইলে, উহার যথার্থ সমালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে বঙ্কিমযুগের নিখুঁত দৃষ্টি লইয়া সে কালের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বঙ্কিমের সময় বাঙলা সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, কিরূপে বঙ্কিমের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যে এমন কি জাতীয় জীবনে একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা গেল ইহাই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

বঙ্কিমের যুগে বাঙলায় পাশ্চাত্য ভাবধারায় মোহবিহ্বলতা দেখা দেয়। তাঁহারই দুর্ব্বার স্রোতে মাইকেল প্রমুখ প্রতিভাবান্ মনীষিগণ ভাসিয়া যান। এইখানে বঙ্কিমের সম্বন্ধে বড় কথা এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াও, বঙ্কিম আপনাকে সংযত রাখিতে পারিয়াছিলেন। আপনার দেশ, আপনার ধর্ম্ম, আপনার সংস্কৃতিই ছিল বঙ্কিমের সবচেয়ে গর্ব্বের বিষয় এবং তাহারই অশেষ উন্নতিসাধনে বঙ্কিম অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্কিম দেখিলেন পরাধীনতার নিষ্পেষণে তাঁহার স্বজাতি স্বাধীনতা-মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছে; দাসত্বের মোহ তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অভিভূত করিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এই দাঁড়াইল যে বঙ্কিম জাতীয় সাহিত্যকে উন্নত করিবার ঐকান্তিক চেষ্টায় মনপ্রাণ নিয়োজিত করিলেন। বাঙালীর হৃদয়ের মাঝে আত্ম-অভিব্যক্তির যে নির্ঝর উচ্ছ্বাস বৃথা আপনার মধ্যে পথ খুঁজিয়া মরিতেছিল বঙ্কিম তাহাকে পথের সন্ধান দেখাইলেন। আত্ম-বিস্মৃত জাতির ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির ক্ষীণ-মলিন রেখা তাঁহার প্রাণে বড় বাজিল। তিনি তাহাকে সঞ্জীবনী-সুধায় মাতাইতে চাহিলেন। বঙ্কিম গাহিলেন 'বন্দে মাতরম্'। বাঙালী গাহিল 'বন্দে মাতরম্', ভারত আবৃত্তি করিল 'বন্দে মাতরম্', বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিধ্বনি উঠিল 'বন্দে মাতরম্'।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্মসংস্কার, ঈশ্বর তত্ত্ব স্বাদেশিকতার উন্মেষ, সমাজ প্রগতি' সমস্তই বঙ্কিমের অমর লেখনীতে সম্ভব হইয়াছে। অনেকে বঙ্কিমের সাহিত্যকে অস্বাভাবিক অসামাজিক আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। সমাজের সঙ্গে বঙ্কিম সাহিত্যের যোগসূত্র খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহারা বঙ্কিমকে যথা দোষী করেন, বঙ্কিমের ভাষার জটিলতা ও অস্থিতিশীলতার কটু মন্তব্য পর্য্যন্ত করিতে তাঁরা ছাড়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা প্রথম এবং প্রধান ভুল করেন বঙ্কিমকে বর্ত্তমানযুগের মাপকাঠিতে দেখিতে যাইয়া, তাঁহারা ভুলিয়া যান সমসাময়িক সমাজের অবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন খাঁটি আদর্শবাদী। তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, কপাল কুণ্ডলা প্রত্যেকটির মধ্যে যে আদর্শবাদের আমরা সন্ধান পাই উহা বঙ্কিমের নিজেরই আদর্শ। মনস্তত্ত্ববিদ হিসাবেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান অনেক ঊর্দ্ধে। অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও, অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুনিপুণ হইয়াও, দেবী কেন পতির সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া সংসার-ধর্ম্ম করিবার জন্য এত আগ্রাহান্বিত? হইবারই ত কথা। হিন্দু স্ত্রী, হিন্দু স্বামীর মধ্যে এ যে চিরন্তন মধুর সম্বন্ধ। ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যাক, কি বলিতেছিলাম! বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি।

যুগযুগান্তের শীর্ণা পরিম্লানা মাতৃমূর্ত্তি রূপ পাইয়াছেন বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে। সন্তানেরা ঘুমাইয়াছিল। নিশাশেষে জাগিয়া দেখিল মা তাহাদের হাসিতেছেন। কি শক্তির উৎস, উদ্দীপনার কি অফুরন্ত বেগ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এই কথাটীর মধ্যে— "বন্দে মাতরম" এই মন্ত্র আমাদের দেশাত্ম-বোধ জাগাইয়া তুলিবে, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যেক ভারতবাসীর অমোঘ অস্ত্র হইবে। ধন্য বঙ্কিম তোমার বহুমুখী প্রতিভা, বিচিত্র তোমার সৃজন শক্তি, অতুল তোমার আদর্শবাদ, সার্থক তোমার স্বদেশপ্রেম। ঋষি বঙ্কিম, সাধক বঙ্কিম, প্রেমিক বঙ্কিম, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম, তোমাকে আমি নতি জানাই।

'বন্দে মাতরম্'

—«—